39494 - পশোব-ঝরা রোগীর পবত্রিতা ও নামায

প্রশ্ন

আমি অনুভব করি যে কয়কে ফোঁটা পশোব বরে হয়ছে। আমি নামাযরে ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করছেলিাম। আমাকে উত্তর দওেয়া হয়, প্রত্যকে ওয়াক্তরে জন্য অযু করবে এবং যত ইচ্ছা নামায পড়বে। অন্য নামাযরে ওয়াক্ত শুরু হলে নতুন করে অযু করব। আমার প্রশ্ন হলো: আমার জন্য কি নামাযরে ওয়াক্ত হওয়ার আগে অযু করা জায়যে হবে? যমেন: মসজদিে জামাতরে সাথে নামায ধরার জন্য? যখন আমি বাসার বাইরে থাকবো তখন কি এক অযু দয়িে যে নামাযগুলোর ওয়াক্ত হয় সগেুলো আদায় করতে পারবো? যদি জায়যে না হয় তাহলে আমি আমার আন্ডার ওয়্যার কভিাবে পবত্রি করবো যাতে করে সটেি দয়িে অযু ও নামায পড়তে পারি? আমার জন্য কি এক অযু দয়িে দীর্ঘ নামায পড়া জায়যে? যমেন: এশার পর তারাবীহর নামায? আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দান করুন।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

যে ব্যক্তরি অপবত্রিতা চলমা, যমেন: পশোব-ঝরা রোগী সে ব্যক্তি আলমেদরে দৃষ্টতিে ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর হুকুমে পড়ব। এমন ব্যক্তি অপবত্রিতা ছড়য়িে যায় এমন কছিু থকেে বচেঁে থাকব, প্রতি ওয়াক্ত নামাযরে জন্য অযু করবে এবং ঐ অযু দয়িে যত খুশি ফরয ও নফল নামায পড়ব। যদি পশোব-ঝরা রোগী অযু করার পর অন্য নামাযরে ওয়াক্ত প্রবশে করার পরও তার প্রস্রাবরে অঙ্গ থকেে কছিু বরে না হয়, তাহলে তার জন্য (পুনরায়) অযু করা আবশ্যক হবে না। সে প্রথম অযুর উপর বলবৎ থাকব। তার জন্য দুই নামায একত্রে পড়ার ছাড় (রুখসত) রয়ছে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পশোব-ঝরা রোগীর হুকুম ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর হুকুমরে অধভিুক্ত

১- যে ব্যক্তরি অপবত্রিতা স্থায়ী ও চলমান, যমেন: পশোব-ঝরা রোগী কংিবা অনবরত বায়ু ত্যাগরে রোগী, তনিি প্রত্যকে ওয়াক্তরে নামাযরে জন্য অযু করবনে। এই অযু দয়িে তনিি যত রাকাত ইচ্ছা ফরয ও নফল নামায পড়বনে; যতক্ষণ না আরকে নামাযরে ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলিল হলো: সহহি বুখারী ও মুসলমিে আছ, আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: ফাতমো বনিতে আবু হুবাইশ রাদয়িাল্লাহু

আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে বললনে: “হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইস্তহোযাগ্রস্ত হই। তারপর আর পবত্রি হই না। আমি কি নামায ছড়েে দবি?” তনিি বললনে: সটেি শরিা (থকেে রক্তক্ষরণ); হায়যেরে স্রাব নয়। যখন তোমার হায়যেরে স্রাব শুরু হবে তখন নামায পড়বে না। যখন হায়যেরে স্রাব থমেে যাবে তখন তুমি রক্ত ধৌত করবে এবং নামায পড়বে। এরপর প্রত্যকে নামাযরে ওয়াক্ত এলে সটেরি জন্য অযু করবে।”[হাদীসটি বুখারী (২২৬) বর্ণনা করনে, হাদীসরে ভাষা তার। মুসলমি (৩৩৩) হাদীসটি বর্ণনা করনে]

আলমেদরে কাছে পশোব-ঝরা রোগী ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর হুকুমরে অধভিুক্ত।

কন্তিু যদি জানা যায় যে তার পশোব একটা সময়ে থমেে থাকে যে সময়টুকু পবত্রিতা অর্জন করা ও নামায আদায় করার জন্য যথষ্টে তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত দরেী করা তার উপর আবশ্যক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “পশোব-ঝরা রোগীর দুই অবস্থা:

ক. যদি তার পশোব এমনভাবে চলমান থাকে যে থামে না, মূত্রাশয়ে কছিু জমলইে নমেে যায়: এমন ব্যক্তি ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর অযু করবে, কছিু একটা দয়িে (যমেন ডায়াপার, ন্যাকড়া) তার লজ্জাস্থানকে আবদ্ধ করে রাখবে, তারপর সে নামায পড়বে। এর মধ্যে যা বরে হবে এতে তার নামাযরে কোনো ক্ষতি হবে না।

খ. যদি পশোব করার পর পশোব-ঝরা থকেে যায়; এমন কি সটো দশ মনিটি অথবা পনরে মনিটি পরে হলওে: এমন ব্যক্তি পশোব থামা পর্যন্ত অপক্ষো করবে। তারপর অযু করে নামায পড়বে, এমনকি এতে করে তার জামাতরে সাথে নামায আদায় ছুটে গলেওে।”[সমাপ্ত][আসইলাতুল বাবলি মাফতূহ: প্রশ্ন-১৭, পর্ব:৬৭]

ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর পবত্রিতা

ইস্তহোযার রোগী ও সমধরণরে রোগীর পবত্রিতা সম্পর্কে আলমেরা এই মর্মে মতভদে করছেনে যে, ওয়াক্ত শষে হয়ে গলেইে কি ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর পবত্রিতা শষে হয়ে যায়; নাকি অন্য ওয়াক্ত প্রবশে করলে পবত্রিতা শষে হয়। এই মতভদেরে ফলাফল প্রকাশ পায় ঐ ব্যক্তরি ক্ষত্রেে যে ফজররে নামাযরে জন্য অযু করছে, সে কি তার এই অযু দয়িে চাশতরে নামায ও দুই ঈদরে নামায পড়তে পারবে; নাকি পারবে না?

যারা বলনে: ওয়াক্ত শষে হয়ে গলেে ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর পবত্রিতা বাতলি হয়ে যায়, তারা এভাবে করা থকেে বারণ করবনে। যহেতেু সূর্যোদয়রে মাধ্যমে তার পবত্রিতা শষে হয়ে গয়িছে।

আর যারা বলনে: আরকে নামাযরে ওয়াক্ত শুরু হলে তার পবত্রিতা বাতলি হয়, তারা তার জন্য ফজররে অযু দয়িে চাশত ও দুই ঈদরে নামায পড়াকে জায়যে বলনে। কারণ যোহররে ওয়াক্ত প্রবশে করা পর্যন্ত তার পবত্রিতা বলবৎ থাকে।

উভয় মত ইমাম আহমদরে মাযহাবে রয়ছে। পাশাপাশি অন্যান্য মাযহাবওে রয়ছে।[আল-ইনসাফ (১/৩৭৮), আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা (৩/২১২)]

তবে নরিাপদ হলো চাশত ও দুই ঈদরে নামাযরে জন্য নতুন করে অযু করা। শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ এই ফতোয়া দয়িছেনে। দখেুন: (22843) নং প্রশ্নোত্তর।

২- উপর্যুক্ত বক্তব্যরে উপর ভত্তিি করে বলা যায়: আপনি কোনে ওয়াক্তরে নামায পড়ার জন্য ওয়াক্ত হওয়ার আগইে অযু করবনে না; চাই সটো জামাত ধরার জন্য হোক বা অন্য কছিুর জন্য। কারণ নতুন ওয়াক্ত প্রবশে করলে আপনার পবত্রিতা নষ্ট হয়ে যাবে।

তবে আমরা বলে রাখছি যে এই বধিানটি 'অনবরত অপবত্রিতা এবং অপবত্রি কছিু বরে হওয়ার' সাথে সংশ্লষ্টি। কন্তিু যদি পশোব-ঝরা রোগী অযু করার পর অন্য ওয়াক্ত প্রবশে করা পর্যন্ত তার থকেে কছিু বরে না হয়, তাহলে তার উপর অযু আবশ্যক হবে না। বরং সে প্রথম অযুর উপর বলবৎ আছে।

সুতরাং ফকীহদরে বক্তব্য: "প্রত্যকে ওয়াক্তরে জন্য অযু করা" এটি সক্ষেত্রেে প্রযোজ্য যদি কোনো কছিু বরে হয়।

বুহূতী রাহমিাহুল্লাহ আর-রাওদুর মুরবি (পৃ. ৫৭) গ্রন্থে বলনে: "ইস্তহোযাগ্রস্ত নারী এবং তার অনুরূপ যাদরে অনবরত পশোব ঝরে, অনবরত কামরস বরে হয় কংিবা বায়ু নর্িগত হয় ... তারা প্রত্যকে নামাযরে ওয়াক্ত প্রবশে করলে অযু করবে, যদি কোনো কছিু বরে হয়। আর যতক্ষণ ওয়াক্ত আছে ততক্ষণ ফরয ও নফল নামায পড়বে। আর যদি কোনো কছিু বরে না হয় তাহলে অযু করা ওয়াজবি হবে না।"[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীকে প্রত্যকে নামাযরে ওয়াক্তে অযু করতে হবে, যদি কোনো কছিু বরে হয়। যদি কোনো কছিু বরে না হয়, তাহলে প্রথম অযুর উপরই সে বলবৎ আছে।[আশ-শারহুল মুমতি' (১/৪৩৮) থকেে সমাপ্ত]

৩- যদি আপনি ঘররে বাইরে থাকনে, আর ওয়াক্ত প্রবশেরে কারণে আপনার পবত্রিতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন আপনি নামায পড়তে চান; তাহলে আপনাকে অপবত্রি স্থান ধৌত করার পর ও স্থানটি (ডায়াপার বা ন্যাকড়া দয়িে) আবদ্ধ করার পর পুনরায় অযু করতে হবে। এজন্য আবদ্ধ করতে হবে যাতে করে সাধ্যানুযায়ী নর্িগত নাপাককিে ছড়ানো থকেে প্রতরিোধ করা যায়।

আন্ডার ওয়্যারকে ধুয়ে পবত্রি করতে হবে। যদি আপনি নামায পড়ার জন্য আলাদা কছিু পবত্রি পোশাক আপনার সাথে রাখনে সটো আপনার জন্য বশেি সহজ। যদি কাপড় ধৌত করা বা পাল্টানো আপনার জন্য কঠনি হয়ে যায়; তাহলে যে অবস্থায় আছনে সে অবস্থাতইে নামায পড়বনে।

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘পশোব-ঝরা রোগে আক্রান্ত যে রোগী চকিৎিসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠনেনে, তনিি প্রত্যকে নামাযরে ওয়াক্ত প্রবশেরে পর অযু করবনে। তার শরীরে যা লগেছে তা ধুয়ে ফলেবনে। যদি তার জন্য কষ্টকর না হয় তাহলে নামাযরে জন্য পবত্রি কাপড় রাখবনে। আর যদি কষ্টকর হয় তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে। কনেনা আল্লাহ তায়ালা বলনে: “আল্লাহ তোমাদরে জন্য দ্বীনে কোনো রূপ সংকীর্ণতা রাখনেনে।” তনিি আরো বলনে: “আল্লাহ তোমাদরে জন্য সহজ চান, তোমাদরে জন্য কঠনি চান না।” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “আমি যখন তোমাদরেকে কোনো নর্দিশে প্রদান করবো তখন তোমেরা সাধ্যমত তা করার চষ্টো করবে।” তারপর সে নজিরে জন্য এমন কোন সতর্ক উপায় অবলম্বন করবনে যা তার কাপড়ে, পোশাকে অথবা নামায পড়ার স্থানে পশোব ছড়াতে বাধা দবি।’[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (১/১৯২) থকেে সমাপ্ত]

পশোব-ঝরা রোগী দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করতে পারবনে

আপনার জন্য যদি প্রত্যকে নামাযরে জন্য অযু করা ও কাপড় ধৌত করা কঠনি হয় তাহলে যোহর ও আসররে নামায একত্রে পড়া আপনার জন্য বধৈ। আপনি এক অযু দয়িে যে কোনো একটরি ওয়াক্তে উভয় নামায পড়বনে। অনুরূপভাবে মাগরবি ও এশার নামায একত্রে আদায় করতে পারবনে, হোক সটে ঘররে ভতেরে কংিবা বাইরে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহমিাহুল্লাহ মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১৪) বইয়ে বলনে: “রোগী ও ইস্তহোযাগ্রস্ত নারী নামায একত্রে আদায় করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন ‘আশ-শারহুল মুমতি’ বইয়ে (৪/৫৫৯) বলনে: “ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর জন্য দুই যোহর (যোহর ও আসর) এবং দুই এশা (মাগরবি ও এশা) একত্রে আদায় করা জায়যে। কারণ প্রত্যকে নামাযরে জন্য অযু করা কঠনি।”[সমাপ্ত]

ইস্তহোযাগ্রস্ত নারী কি এশার অযু দয়িে কয়িামুল লাইল নামায আদায় করতে পারবে?

৪- আপনি এশার অযু দয়িে কয়িামুল লাইল নামায পড়তে পারবনে, যদওি কয়িামুল লাইলরে নামায মধ্যরাতরে পর পর্যন্ত প্রলম্বতি হয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর জন্য কি মধ্যরাত পরেয়িে যাওয়ার পর এশার অযু দয়িে কয়িামুল লাইল পড়া জায়যে?

তনিি উত্তর দনে:

“এই মাসআলায় মতভদে রয়ছে। কছিু আলমে মনে করনে যে মধ্যরাত পরেয়িে গলেে তার জন্য অযু নবায়ন করা আবশ্যক। কউে কউে বলনে: তার উপর অযু নবায়ন করা আবশ্যক নয়। এটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়াত-ত্বাহারাহ (পৃ. ২৮৬)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।